

মঙ্গলচন্ডী শক্তপীঠ

উজানী শক্তপীঠ / শ্রী মঙ্গলচন্ডী শক্তপীঠ মন্দির

অবস্থান: কোগ্রাম, নুতনহাট, পশ্চিমবঙ্গ, পনি- 713147

মঙ্গল চন্ডিকা শক্তপীঠকে হিন্দুধর্মে বখিঁয়াত 51 টি শক্তপীঠের মধ্যে
ববিচেনা করা হয়। মঙ্গল চন্ডিকা শক্তপীঠ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার
গুসকরার উজানি গ্রামে অবস্থিত। মন্দির থেকে গুসকরা রেলওয়ে স্টেশন প্রায়
20-25 কিলোমিটার দূরে।

চণ্ডী শব্দে অর্থ 'দক্ষ বা চতুর' এবং মঙ্গল অর্থ 'কল্যাণ,' দেবী, যিনি
কল্যাণকর কাজে দক্ষ, মঙ্গল চন্ডিকাকে আত্মীকরণ করেন। তাছাড়া দুর্গাকে বলা
হয়। চণ্ডী, আর পৃথিবীর পুত্রের নাম মঙ্গল।

দেবী সতীর বাম হাতের কব্জি মঙ্গল চন্ডিকা শক্তপীঠে পড়েছিল বলে জানা যায়।
দেবী সতী এবং ভগবান শিবের আধ্যাত্মিক শক্তি যথাক্রমে 'মঙ্গল চন্ডিকা' এবং
'কপলিম্বর' রূপে স্থাপন করা হয়েছে।

বর্ধমান জেলায় তিনটি শক্তপীঠের মধ্যে একটি হল কোগ্রামে মা মঙ্গলচন্ডীর মন্দির।
অজয় এবং তার শাখানদী কুনুরের সঙ্গমস্থলে বহু প্রাচীন জনপদ কোগ্রাম। এই অঞ্চলে
প্রাচীন নাম ছিল উজানি, সজেন্য এই মন্দিরকে উজানিসতীপীঠও বলা হয়। উজানির উল্লেখ
পাওয়া যায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল আর মনসামঙ্গল কাব্যে। একসময়ে
বর্ধমান জনপদ উজানি প্রাচীর ঘরো বাণজ্যকেন্দ্র ছিল। চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র ধনপতি
সদাগর আর মনসামঙ্গলের বহুলা, এঁদের বাসস্থান ছিল এই উজানি।

নটোবাণজ্যে পূর্ব বর্ধমানের আদসিপ্তগ্রাম বন্দরের গাঁওবের সঙ্গে এই অঞ্চলে
ইতিহাস জড়িয়ে আছে। অজয় নদের মাধ্যমে নটোবাণজ্যে যোগাযোগ ছিল আদসিপ্তগ্রাম
বন্দরের। আন্দাজ করা যায় কোন এক দূর অতীতে ধনবান বণিকদের বাসভূমি ছিল এই
এলাকা, যার প্রতিফলন ঘটেছিল চন্ডীমঙ্গল কাব্যে। ধনপতি সদাগরের আরাধ্যা চন্ডীর
সঙ্গে, এই দেবী মঙ্গলচন্ডীর কোন ইতিহাস হয়ত একাকার হয়ে আছে। আজ অবশ্য সেই
জনপদের কোন চহিনই খুঁজে পাওয়া যায় না। অজয়ের তীরে কোগ্রাম নতিন্তই অবহলতি,
অসিধারণ একটি গ্রাম, মন্দিরটি ছাড়া যার আর কোন তাৎপর্যই নাই।

একটি পাঁচলি ঘরো অত্যন্ত সাদামাটা, দালান ঘরানার মন্দির। বাইরে থেকে প্রথম দেখায়
কোন সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ী বলে ভুল হতে পারে। মন্দিরে ঢোকান লোহার গটের উপর
বোগনেভেলিয়ার ঝাড়। ভিতরে ঢুকলেই বাঁহাতে মন্দির। দেখেই বোঝা যায় এ কোন পুরানো
স্থাপত্য নয়। শক্তপীঠ বা সতীপীঠ হিসেবে এর ইতিহাস অতি প্রাচীন হলেও আধুনিক
মন্দিরটি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে না। আমার ধারণায় সতীপীঠ হিসেবে মা মঙ্গলচন্ডীর বগ্নিহ
এই জায়গায় বহুদিন থেকে পূজিত হলেও অন্যান্য সতীপীঠের মত কোন রাজা বা ধনী

জমদাররে অর্থানুকূল্য পায়নি ফলে সভোবে কোন জমকালো মন্দিরিও গড়ে ওঠেনি। সাধারণ ভক্তদরে দানে ষট্টেকু সম্ভব ষট্টেকুই হয়েছে।

এখানে দেবী মঙ্গলচন্ডী রূপে পূজিতা, ভৈরব কপলিম্বর। কথিত আছে এখানে সতীর ডান হাতের কব্জী পড়ছেলি।

বগ্নিহ কষ্টপিথররে তরী। একটিকাঠরে জলচৌকরি উপর বসানো কাঠরে সিংহাসনে দেবীর অধিষ্ঠান। জলচৌকি আর সিংহাসন দুটতিহে কাঠরে উপর লতাপাতার কাজ, সোনালী রং করা। দেবী দশভুজা, দুর্গার অবতার। তবে ফুল মালায় ঢাকা থাকার জন্য শুধু মুখমন্ডল দৃশ্যমান থাকে। ত্রিনিয়নী দেবী মুর্তি চোখগুলিসম্ভবতঃ সোনার। মাথায় রূপোর মুকুট। বগ্নিহে প্রাচীনত্বরে ছাপ স্পষ্ট। ঠকি পাশহে মার্বলেরে বদীর উপর একটি ছোট কাঠরে খাট, শয়ান দেওয়ার জন্য। তার পাশে ভৈরব কপলিম্বররে লঙ্গি।

দেবীর নতিযপুজায় অন্নভোগ দেওয়া হয়। এছাড়া এখানে নিয়মিত মৎস্যভোগ দেওয়ার রীতি আছে। দেবী যহেতু দুর্গার অবতার রূপে পূজিতা, আশ্বনিমাসে দুর্গাপূজার সমস্ত রীতি মনেহে মহা ধুমধামে চারদিন ধরে পূজা হয়। পূজার চারদিনই বলি হয়, তবে শুধুমাত্র নবমীর দিন পাঁঠা বলি হয়। বাকসিপ্তমী, অষ্টমী আর দশমীর দিন চালকুমড়া, আখ ইত্যাদি বলি হয়। কালীপূজার দিন দেবী মঙ্গলচন্ডী রূপে পূজিতা হন।

মন্দির খোলার সময় সকাল আটটা। দুপুররে ভোগরে পর মন্দির বন্ধ হয় দেড়টার সময়। আবার মন্দিররে দরজা খোলে বকিলে চারটেয়ে। অবশ্য বন্ধ থাকলেও দর্শনরে কোন অসুবিধা হয় না, শুধু পূজো দতিে পারবনে না। পূজোর সামগ্রী নিয়ে আসাই ভালো কারণ আশপোশে কোন দোকান পাবনে না।

অত্যন্ত শান্ত, নরিজন পরবিশে মন্দিরটি কোন ভড়ি হই হট্টোগোল, পান্ডা, ভিখারীদরে উপদ্রব, কিছুই নহে। কোন জোর জুলুম নহে, পূজো দতিে চাইলে নিজরে মত করে পূজো দেওয়া যায়।

মন্দিররে ঠকি পছিন দকি দিয়ে অজয় নদ বয়ে যাচ্ছে। অজয়রে ধারে গেলেও খুব ভালো লাগবে। পছিনদকিহে ঘাটরে সড়ি নিমে গেছে অজয়রে বুকো। এখানে অজয় বরিট চওড়া। আমি যখন গিয়েছিলাম, ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি সময়, তখন জল প্রায় নহে। নদীর বুকো ধুধু করছে বালরি চরা, মাঝে মাঝে জলরে রূপালী রখো।